শাহজাদপুর পৌরসদরে অবস্থিত ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪টির কোনো খেলার মাঠ নেই। যে দুটিতে আছে সেটিও মাঠ না বলে উঠান বললে ভালো হয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি স্কুল শতবর্ষীও রয়েছে। স্কুলগুলোতে খেলার মাঠ না থাকায় স্কুলের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি শরীরচর্চার ও খেলাধুলার কোনো সুযোগ না থাকায় স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা খেলাধুলায় পিছিয়ে পড়ছে। শাহজাদপুরের প্রাণকেন্দ্র দ্বারিয়াপুরে অবস্থিত কিরণবালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মনিরামপুরে অবস্থিত আরেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বিদ্যালয় দুটি শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরোলেই ব্যস্ততম রাস্তা। কিরণবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফিরোজা খাতুন জানান, তার বিদ্যালয়ে মাঠ তো দূরের কথা, শ্রেণিকক্ষের বাইরে বের হলেই রাস্তা। এ বিদ্যালয়টিতে ৬১০ শিক্ষার্থী রয়েছে। স্কুল চলাকালে শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি করে ক্লাস করতে হয়। শিফট করে চালানো হয় স্কুলটি। অনুরূপভাবে ইব্রাহীম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে ৪৫৫ শিক্ষার্থীরও একই অবস্থা। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ময়নুল ইসলাম সরকার জানান, শ্রেণিকক্ষের আসনসংখ্যার চেয়ে শিক্ষার্থী বেশি হওয়ায় তাদের শিফটের মাধ্যমে স্কুল পরিচালনা করতে হচ্ছে। খেলাধুলার কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, শাহজাদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মাঠ ছাড়াই প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কারণে খেলাধুলার সুযোগ না থাকায় বিদ্যালয় থেকে ছোটবেলা থেকেই তাদের খেলাধুলায় মনোযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। দরগাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আয়শা খন্দকার জানান, তার বিদ্যালয়ে ৪৫৫ শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের শরীরচর্চা বা খেলাধুলার জন্য অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে নিয়ে যেতে হয়। সেটিও সব সময় করা সম্ভব হয় না।

advertisement

দ্বারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সহসভাপতি জহুরুল ইসলাম জানান, তার বিদ্যালয়ে যে মাঠ রয়েছে সেটিকে বড় উঠান বললে ভালো হয়। তিনি বলেন, শাহজাদপুর পৌর এলাকায় যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সে বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের শারিরীক ও মানসিক গঠনে খেলাধুলা খুবই জরুরি। কারণ তারা বিদ্যালয়ে বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে থাকে। তাই তিনি একটি মাঠের প্রস্তাব করেন। পৌরসভার মধ্যে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বড় একটি খেলার মাঠ তৈরি করা গেলে সেখানে তারা খেলাধুলা করার সুযোগ পাবে।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফজলুল হক জানান, পৌরসভার মধ্যে স্কুলগুলোতে খেলার মাঠ নেই। এ উপজেলায় বাকী ১৩টি ইউনিয়নগুলোতে স্কুলের খেলার মাঠ নিয়ে প্রায় একই চিত্র। তিনি জানান, স্কুলগুলোতে খেলার মাঠ থাকার বিধান থাকলেও বাস্তবে তা নেই। তিনি এলাকার জনপ্রতিনিধি ও বিত্তবানদের মাঠ তৈরীর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।